❖ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করো।

তমালকান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

বাংলায় আমরা যেটা মুখে বলি তার নাম কথ্যভাষা। লেখায় যে বাংলা ভাষা লিখি সেই ভাষার নাম লেখ্যভাষা। কেননা সব সাহিত্য এখন এই লেখ্য ভাষাতেই লেখা হয়। আবার সাহিত্য লেখার দুটি রীতি রয়েছে-ক) গদ্যরীতি,খ) পদ্যরীতি।

এই গদ্য রীতিতে আছে দু'রকম এর ভাষা-১) সাধু ভাষা,২) চলিত ভাষা।

১) সাধু ভাষা:-

ক) সাধারণত সাধু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের ব্যবহার বেশি।

খ) সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধু ভাষায় বেশি।

গ) সাধু ভাষায় সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- যাহা, তাহা, তাহাদের, যাহার।

ঘ) ক্রিয়ার ও অনেক ক্ষেত্রে সাধু ভাষায় দীর্ঘরূপ প্রচলিত হয়।

ঙ) যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধু ভাষায় বেশি।

চ) প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন, বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ সাধু ভাষায় সহজেই খাপ খাওয়ানো যায় না।

ছ) সাধু ভাষার বাক্যে কর্তা- কর্ম- ক্রিয়া এই বিন্যাস ক্রম সাধারণত লঙ্ঘন করা হয় না।

২) চলিত ভাষা:-

ক) চলিত ভাষায় তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের আধিক্য বেশি দেখা যায়।

খ) সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা চলিত ভাষায় কম।

গ) চলিত ভাষায় সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহার হয় না। যেমন- যা, তা, তাঁর।

ঘ) ক্রিয়ার ও অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হয়।

ঙ) যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলিত ভাষায় কম।

চ) কথ্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ চলিত ভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়।

ছ) চলিত ভাষার বাক্যে পদের বিন্যাস কম। অতখানি যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি নমনীয়।

সাধু ও চলিত ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতিয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমাংশে প্রায় সমান্তরালভাবে ব্যবহার হয়েছিল। তখন সাহিত্যে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হবে না, চলিত ভাষা ব্যবহৃত হবে এই সমস্যা বিতর্কের এক বিরাট ঝড় তুলেছিল। আজ সাধু ভাষা বলম চলিত ভাষার বিতর্কের পুনঃঅবতারণার কোন উপযোগিতা নেই কারণ ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারার ইতিহাসই এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।